▶ সমসাময়িক গতিপ্রকৃতি (Contemporary Trends) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার ভৌগোলিকগণ মানবীয় ভূগোলের বিভিন্ন উপশাখায় তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এসব ক্ষেত্রগুলি হল অর্থনৈতিক ভূগোল, কৃষি ভূগোল, শহর ভূগোল, ঐতিহাসিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল, চিকিৎসা ভূগোল এবং শিল্প ভূগোল প্রভৃতি। আমেরিকায় মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটতে শুরু করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই।

ডি. হুইটস্‌লি (D. Whittesely) ভূগোলে **"Chronological Approach"**-এর প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে, *"each generation of human occupance is linked to its forebear and to its offspring and each exhibits an individuality expressive of mutations in some elements of its natural and cultural characteristics."* (Whittesely, 1936)। তাঁর রচিত প্রধান দুটি পুস্তক হল *"Major Agricultural Regions of the Earth"* এবং *"Earth and the state"*.

বিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে অনেক আমেরিকান ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক ভূগোলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **জে. ই. স্পেনসার, ডব্লু. এল. থমাস, পি. এল. ওয়েগনার, ডব্লু ডব্লু মাইকসেল, উইলবার জেলিনেস্কি, জি. এফ. কার্টার** প্রমুখ। **জি. টি. ট্রেওয়ার্থা** জনসংখ্যা ভূগোল পাঠ ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখান। 1953 খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত **"Population Geography"** পুস্তকে কোনো অঞ্চলের মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যকে তুলে ধরেছেন। 1969 খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত অপর একটি পুস্তক **"A Geography of Population : World Patterns"** প্রকাশিত হয়। 1966 খ্রিস্টাব্দে উইলবার জেলিনস্কি **"Prolong to Population Geography"** নামক পুস্তক রচনা করেন।

আমেরিকান ভৌগোলিকগণ নগর ভূগোলের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। **হ্যারিস, উলম্যান** এবং **হোমার**

Scanned by CamScanner

হুইট নগরের অভ্যন্তরীণ গঠনের সুস্পষ্ট বিবরণ তুলে ধরেছেন। 1955 খ্রিস্টাব্দে **Nelson** আমেরিকান শহরগুলিকে কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। **বেরি** আমেরিকার শহরগুলিকে কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করেন। **Murphy** কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল বা Central Business Area-এর বিবরণ তুলে ধরেছেন। **C. F. Khon** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নগর ভূগোলের সম্পসারণ ঘটান।

Scanned by CamScanner